আজকের কাগজ

তারিখ ... 23 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

u5

রাজবাড়ীতে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র পুলিশী নির্যাতনের শিকার ॥ অতঃপর মিথ্যে অপহরণ মামলা দায়ের

অহুরুল হক ঃ রাজবাড়ীতে মধ্যযুগীয় কায়দায় পুলিশ কর্তৃক শিশু নির্যাতনের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগে প্রকাশ, গত ৩০ নভেম্বর রাজবাড়ী পুলিশ লাইনের কনস্টেবল (নং-১১৫) ফরিদ হোসেন পার্শ্ববর্তী চরলক্ষ্মীপুর এলাকার মেধাবী ছাত্র আশরাফুল হক সেলিমকে বেধড়ক মারপিট ও পরে তার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করেন। জানা যায়, কনস্টেবল ফরিদ হোসেনের পুত্র কামাল ও নির্যাতিত সেলিম রাজবাড়ী আরএসকে ইনস্টিটিউশনের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র। সেলিম বিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে সকলের পরিচিত। শ্রেণীতে তার ক্রমিক মান -১। ঘটনার দিন দ্বিতীয়ার্ধে বার্ষিক

পরীক্ষায় অংশগ্রহণ শেষে সন্ধ্যালগ্নে উভয়েই বাড়ি ফেরে। পথিমধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে হাতাহাতির সৃষ্টি হয়। এতে ঘটনাক্রমে কনস্টেবল ফরিদ হোসেনের পুত্র কামাল সামান্য আহত হয়। এ ঘটনায় রাগান্বিত হয়ে কনস্টেবল ফরিদ আক্রোশের বশে সেলিমকে সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে পুলিশ লাইন ক্যান্টিনে ডেকে এনে বেধড়ক মারপিট করে। কনস্টেবল ফরিদ পুলিশ লাইন ক্যান্টিনের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কর্মরত রয়েছে। পিতৃহীন সেলিমের নানী অভিযোগ করেছেন, কনস্টেবল ফরিদ তাকে শুধু মারপিট করেই ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু ঐদিন রাজবাড়ী কোতোয়ালি থানায় একটি মিথ্যে মামলা দায়ের করেছে। ফরিদ হোসেনের দায়েরকৃত মামলার (নং ২৪-তাং ৩০-১১-৯৫ ইং) বিবরণে প্রকাশ, আসামী সেলিম বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে তার পুত্র কামালকে পাচারের উদ্দেশে অপহরণ করার চেষ্টা চালায়। ফরিদ হোসেনের আবেদনে উল্লেখ করা হয়- পুত্র কামাল সকাল ৯টার সময় পরীক্ষার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা যায়, তাদের পরীক্ষা দুপুর ২টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে। এ পরীক্ষায় উভয়েই অংশগ্রহণ করে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয়ার্ধের পরীক্ষা শেষ করে একজন সহপাঠীকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে অপহরণের ঘটনা জনমনে তীব্র সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। কনস্টেবল ফরিদ হোসেনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজবাড়ী থানায় ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনের ১২ ধারা মতে, শিশু পাচারের অপরাধে মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়। সেলিম বর্তমানে আটক রয়েছে। থানায় মামলা দায়েরের পর তা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন মামলা নং (জি আর ৪৯৮/৯৫)। সেলিমের নানী আরো অভিযোগ করেন, একই বাড়িতে

ভাড়াটিয়া হিসেবে বাস করার সুবাদে কনস্টেবল ফরিদ আমার কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা ধার নেয়। দীর্ঘদিন তা পরিশোধ না করায় আমাদের মধ্যে বিরোধ চলছিলো। এ কারণেই সে আমার এরূপ সর্বনাশ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার সৈয়দ মুজিবুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ ব্যাপারে

খোঁজ- খবর নেন। তিনি বলেন, আর যাই হোক না কেন, 'মামলাটি নারী ও শিশু নির্যাতনের আওতায় পড়ে না।' এটি অ্যাটেমই টু কিডন্যাপের আওতায় পড়তে পারে। সেলিমের আইনজীবী এ্যাডভোকেট লিয়াকত আলী এ ঘটনাকে মানবাধিকারের চরম লংঘন বলে অভিহিত করেছেন। এ ঘটনায় রাজবাড়ীর বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।